মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট স্মারক লিপি

আসন্ন জাতীয় বাজেট ২০১২-১৩ উপলক্ষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সকল মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দে জলবায়ু অভিযোজন সমন্বিত করণের মাধ্যমে Climate Smart Budgeting -এ অবদান রাখতে আবেদন।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী

নিম্নোক্ত নাগরিক সমাজ সংগঠনসমূহের নেটওয়ার্ক ও সংগঠনসমূহের তরফ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন।

আমরা জানি যে, আসন্ন বাজেট প্রণয়নের নানাবিধ কর্মযজ্ঞ নিয়ে আপনি ব্যাস্ত। আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র কিন্তু সম্ভাবনাময় দেশের বাজেট প্রণয়ন করতে গিয়ে, সীমাবদ্ধ সম্পদ আর অগাধ চাহিদার সমন্বয় করাটা দুরূহ বৈকি। এর পরেও, আমাদের প্রিয় এই দেশ, জাতি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণার্থে অতি জরুরি কিছু বিষয়ে আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আন্তর্জাতিকভাবেই বাংলাদেশের ঝুঁকির বিষয়টি স্বীকৃত। বিজ্ঞানীরা আশংকা প্রকাশ করছেন যে, বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ এলাকা সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে, প্রায় ৩ কোটি লোক বাস্তুচ্যুত হবে, চরম আবহাওয়াপূর্ণ ঘটনা, যেমন: অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অতিরিক্ত গরম, অতি কুয়াশা, ঘন ঘন বন্যা, খরা ও সাইক্লোন বৃদ্ধি পাবে, খাদ্য শস্য উৎপাদন ২০%-৩০% কমে যাবে, এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যাসমূহ বৃদ্ধি পাবে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশের এই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির জন্য অতিরিক্ত কার্বন উদগীরণকারী দেশগুলো দায়ী। তাদের এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিৎ। কিন্তু এক্ষেত্রে আলোচনার অগ্রগতি ও ফলাফল আশাব্যাঞ্জক নয়। অন্যদিকে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফলগুলো দৃশ্যমান। এই মুহূর্তে কোনভাবেই বিদেশি সাহায্যের জন্য বসে থাকা ঠিক হবে না। উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি যখন ভালো ছিল তখন তারা জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী তাদের GNP-এর ০.৭% সাহায্য হিসেবে দেয়নি, এখন যেখানে তাদের অর্থনীতির অবস্থা খুবই নাজুক সেখানে কোন বিদেশি সাহায্যের আশা না করাই উচিৎ। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের কর ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে, দুর্নীতি প্রতিরোধ করে, এক্ষেত্রে স্ব-অর্থায়নের অবতারণা করা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বর্তমান সরকার যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে চলছে। ইতিমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলগত কর্ম পরিকল্পনা ২০০৯। জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মধ্যে উক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ছিল একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আমরা বাংলা অনুবাদ করে পরিকল্পনাটি নিয়ে সারা দেশে জলবায়ু উপদ্রুত জনগোষ্ঠী এবং নাগরিক সমাজের সাথে আলোচনার চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে আমরা এ পর্যন্ত ৭টি বিভাগীয় শহরে ও ১০টি জেলা সদরে, ২৫টি উপদ্রুত এলাকার জনগোষ্ঠীর সাথে দলীয় আলোচনা ও ৪টি জাতীয় পর্যায়ের আলোচনা সম্পন্ন করেছি। সারা দেশে যে আলোচনাগুলো আমরা করেছিলাম তার ভিত্তিতে আমরা একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রস্তাবনার ছক আপনার বিবেচনার জন্য নিম্নে প্রদান করছি:

ক্রম	বিষয়	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	প্রয়োজনীয় শর্ত
১.	উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ করে উপকূলীয় জমিগুলোকে জোয়ারের প্লাবন থেকে রক্ষা।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	দুর্নীতিমুক্ত ও গণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংস্কার ও তৃণমূলে জবাবদিহিতা প্রয়োজন।
২.	নদী ভাঙ্গনে জমি হারানোর প্রবণতা ঠেকানোর জন্য দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প প্রণয়ন।	ঐ	স্বল্প মেয়াদী কাজ সমূহে অর্থের অপচয় হয়। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্বল্প পরিসরে হলেও কাজ শুরু করা বাঞ্চনীয়। এর সঙ্গে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।
৩.	উপকূলীয় ম্যানগ্রোভগুলোর সুরক্ষা ও তার জন্য লোভী চিংড়ি চাষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ। সাম্প্রতিক সময়ে কক্সবাজার থেকে ম্যানগ্রোভ বা প্রাকৃতিক বন দখল করে চিংড়ি চাষের জন্য জমি বরাদ্দ দেওয়ার পাঁয়তারার খবর এসেছে।	বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়	- ম্যানগ্রোভ বন উপকূলকে রক্ষা ও সামুদ্রিক মাছের খাদ্য উৎপাদনের জন্য আবশ্যকীয় একটি প্রাকৃতিক উপাদান। এটি রক্ষার জন্য বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে অধিক ক্ষমতা, অর্থ এবং জনবল দেওয়া উচিৎ। - বন বিভাগের এ সম্পর্কিত আইনগুলোকে দ্রুত বিচার আইনের আওতায় আনা যেতে পারে।
৪	Land zoning-এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের জন্য জমি সংরক্ষণ।	কৃষি ও ভূমি মন্ত্রণালয়	- ভূমি ব্যবহারের উপর কড়াকড়ি ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে উদ্দিষ্ট খাদ্য উৎপাদনের জন্য জমি নির্দিষ্ট রাখা জরুরি হয়ে পড়েছে। ২০০৮ সালের পরিস্থিতি মাথায় রাখতে হবে যে, ভবিষ্যতে টাকা থাকলেও খাদ্য কিনতে না পাওয়া যেতে পারে। - কৃষি ও ভূমি মন্ত্রণালয়কে একীভূত বা যে কোন ধরনের সমন্বয়ে আনতে হবে।
৫	সারা দেশে ভূ-উপরিভাগের পানি সংরক্ষণের জন্য পুকুর ও খাল খনন।	স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও জন প্রশাসন	- এক্ষেত্রে স্বেচ্ছা শ্রমের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজে লাগানো যেতে পারে। -জলাশয়গুলো সুরক্ষার কোন বিকল্প নেই। পুকুর ও খালসমূহকে চিহ্নিত করতে হবে।

ক্রম	বিষয়	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	প্রয়োজনীয় শর্ত
৬	বিএডিসিকে স্থানীয় বীজ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের নিমিত্তে অন্তত উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কেন্দ্র স্থাপন।	কৃষি মন্ত্রণালয়	সরকারকে মাথায় রাখতে হবে যে, দেশে খাদ্য উৎপাদন বাড়লেও, বর্তমানে তা হাইব্রিড কোম্পানি নির্ভর এবং এর উৎপাদন ব্যয়বহুল। দেশজ বীজ সস্তা এবং স্থানীয় আবহাওয়ায় অভিযোজন ক্ষমতা সম্পন্ন।
৭	প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় অবধি শিক্ষা পাঠক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	মাথায় রাখতে হবে যে, ভবিষ্যতে জনগোষ্ঠীকে এ বিষয়ে তৈরি রাখতে হবে এবং এই বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে গবেষণার জন্য বরাদ্দ ও উৎসাহিত করতে হবে।
৮	উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের জন্য বিকল্প কর্ম সংস্থান।	মৎস্য মন্ত্রণালয়	দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে এবং বিভিন্ন মৎস্য সংরক্ষণ নিয়ম কানুন ও বাধা নিষেধের কারণে মৎস্যজীবীরা আর শুধুমাত্র সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভর করতে পারছে না।
৯	পাহাড়ি ও চরাঞ্চলে পানীয় জলের প্রাপ্যতার বিকল্প উদ্ভাবন।	স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	পার্বত্য এলাকায় পানীয় জলের সংকট প্রকট হয়ে উঠছে। এ বিষয়ে বিকল্প উদ্ভাবনের প্রয়োজন রয়েছে।
১০	শহর ও নগর কেন্দ্রগুলোতে পানি, পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতকরণ। নিম্নবিত্ত এবং বস্তিবাসীদের জন্য উপযুক্ত আবাসন। ভূমিকম্পের ক্ষতি মোকাবেলার জন্য তৈরি থাকা।	স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন পৌর কর্তৃপক্ষ	মনে রাখতে হবে যে, ভবিষ্যতে এই নগরগুলো হবে জলবায়ু বাস্তুচ্যুত ৩ কোটি লোকের সম্ভাব্য আবাসস্থল।
১১	জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রামাঞ্চলসহ সকল সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি।	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম বৃদ্ধি করা জরুরি হয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য সুবিধা বাড়লে গ্রামাঞ্চলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই জন্ম নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হবে।

আমাদের আলোচনা সভাগুলোতে এটা এসেছে যে, স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে উদ্যোগগুলো হতে পারে সবচেয়ে স্থায়িত্বশীল ও লাগসই। মনে হয়, ভবিষ্যতে প্রতিটি স্থানীয় সরকারেরই আলাদা আলাদা জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা থাকা উচিৎ।
আমরা আশা করি, দেশের জন্য জরুরি স্বার্থে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের মহান প্রয়াসের অংশ হিসেবে আপনি আসন্ন বাজেটে এই বিষয়গুলো সদয় বিবেচনা করবেন।

ইতি, বিনীত

ক্র. নং	সংগঠনের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম
১.	বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)	ডা. আব্দুল মতিন
২	নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বাংলাদেশ (এনসিসিবি)	মিজানুর রহমান বিজয়
৩	বাংলাদেশ ইনডিজিনিয়াস পিপলস নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড বায়োডাইভার্সিটি	প্রগতি চাকমা, সুদীপ্ত চাকমা
৪	ক্লাইমেট ফাইনেন্স গভর্নেন্স নেটওয়ার্ক	জাকির হোসেন খান
৫	বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন	বদরুল আলম
৬	ভয়েস	আহমেদ স্বপন মাহমুদ
৭	অনলাইন নলেজ সোসাইটি	প্রদীপ কুমার রায়
৮	সেন্টার ফর গ্লোবাল চেঞ্জ	ড. আহসান উদ্দিন আহমেদ
৯	ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড (সিএসআরএল)	মনীষা বিশ্বাস
১০	ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি)	রেজাউল করিম চৌধুরী
১১	কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি)	সৈয়দ জাহাঙ্গীর হাসান মাসুম
১২	বাংলাদেশ কৃষাণী সভা	শিপ্রা রানী
১৩	হিউম্যানিটি ওয়াচ	হাসান মেহেদী
১৪	প্রাণ	নুরুল আলম মাসুম
১৫	ক্লাইমেট চেঞ্জ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিসিডিএফ)	গোলাম রাব্বানী

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে নিম্নোক্ত মোবাইল ও ইমেইল ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি
মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১, ইমেইল: kamal@coastbd.org
রেজাউল করিম চৌধুরী , মোবাইল: ০১৭১১৫২৯৭৯২, ইমেইল: reza@coastbd.org
ওয়েবসাইট: www.equitybd.org